যোগ-বিয়োগে শূন্য। কিংবা শুধুই ক্রিকেটের গপ্প

ড. শামস্ রহমান

নিজের প্রসংশা নাকি নিজের করতে মানা। এটা আমাদের সংস্কৃতির ধারা। আজগে না হয় কিছুটা ভিন্ন হোক-হোক না হয় নিজ প্রসংশা নিয়েই শুরু।

ছেলেবেলা ভাল ক্রিকেট খেলতাম আমি। সত্যি বলতে কি, ঐ একটি খেলাতেই পারদর্শীতার পরিচয় দিতে পেরেছিলাম, কিছুটা হলেও। টেনিস বলে হাতে খড়ি। তারপর ধীরে ধীরে আসল ব্যাটে-বলে (গোপনে বলি - পরবর্তী পর্যায়ে রকিবুল হাসানের সাথে জুটি বেধেঁ ব্যাটিং করা এবং বাদশার বলের মুখো-মুখি হবার সুযোগও ঘটে আমার)। সেই সময় ক্রিকেট খেলা, বড়দের সাথে বারান্দায় বসে রেডিওতে বিবিসি থেকে ধারা-বর্ণনা শোনা - 'Underwood comes in, and bowls to .....' এবং ক্রিকেট নিয়ে যত জল্পনা-কল্পনা। শত ভাবনা গেঁথে থাকতো অস্তি-মজ্জায়।

ছেলেবেলার এত সুন্দর অভিগ্যতার সাথে জড়িয়ে আছে একটি বেদনার ঘটনা। ভাবি - সর্ব কালে ও স্থানে Comfort zone'এ অবস্থান নেওয়াই কি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি? - আর সে অবস্থান যতই inefficiency'তে ঘেরা হোক না কেন? ঘটনায় ফিরে তাকালে এই প্রশ্নটি আমাকে দংশন করে বার বার। এতগুলো বছর পর এভাবে ভাবতে কষ্ট হয়। তবে এটাই হয়তো সত্য। আর ঘটনাটা এমন ———

আমার পাড়ার সমবয়সীরা আমাকে খেলতে নিতে অসম্মতি জানাতো, প্রতিনিয়ত। বলতো - আমি নাকি ভাল খেলি। জবাবে, আমি বলতাম - ক্রিকেটের নিয়ম আছে। আছে প্রথা-পদ্ধতি। বলতাম - আমি, তুমি; তোমরা-আমরা সকলেই যদি তা মেনে চলি, তাহলে অসুবিধা কোথায়? তাদের এক কথা - 'হবে না। কারণ তুমি ভাল খেল'। খেলা থেকে আমাকে বাদ দেওয়াতেই যেন ওরা বদ্ধপরিকর।

এমনি কোন একদিন - ওরা সবাই খেলছে। আমি এসে হাজির এবং দাবীর সুরে বলি - 'আমিও খেলবো'। ওরা বলে -'হবে না'। আমি বলি - 'হবে'। ওরা বলে - 'হবে না'। আমার এবং তাদের এই 'হ্যা - না' এর মাঝে একসময় ওরা wicket তুলে বোগলদাবা করে - দৌড়। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আমার দিকে তাক করে ঢিল ছোড়ে। এই যে কপালের ক্ষত চিহ্ন - এটা সেই ঘটনারই সাক্ষর। (এতটুকু বানিয়ে বলেনি)।

ক্রিকেটের মত রাজনীতিও একটি জটিল বিষয় - হয়তো অধিকতর জটিল। রাজনীতির একটা নিজেস্ব প্রেক্ষাপট আছে, যা জনমত কেন্দ্রিক। যে সংগঠন জনগণে বিশ্বাসী, যে দল রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে জনতার মাঝে, সে দলের দলনেত্রীকে ইচ্ছে করলেই রাজনীতি থেকে বিয়োগ দেওয়া কি সম্ভব? এই সেদিনও সামরিক সমর্থিত সরকার চেয়েছে সভানেত্রীর বিয়োগ। বলেছে, অন্যথায় নতুন নেতৃত্বের উদ্ভাবন অসম্ভব। প্রশ্ন হল, কিভাবে তৈরী হয় নতুন নেতৃত্ব? করো নির্দেশে? না কি করো নিজ গুণে, জনগণের সমর্থনে? দল যদি চায় নেত্রীর নেতৃত্ব? জনগণ যদি চায়? রাজনীতি ও নেতৃত্ব সমপোযোগি করার জন্য Policy-Push' এর মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে হবে, সেটা ঠিক। তবে Market-Pull কেই প্রধান্য দিতে হবে। আর এটাই গণতন্ত্র। সভানেত্রী বাংলাদেশে গণতান্ত্রায়নে প্রতিবদ্ধকতা নয়, একজন সহায়ক। নিয়ম ভেঙ্গে যখন তখন wicket তুলে খেলা বন্ধ করা অগনতান্ত্রিক পদক্ষেপ। নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঢিল ছুঁড়লে জন্ম নেবে আর এক ২১ অগাষ্ট, কিংবা আর এক ১৫ই অগাষ্ট।

অস্কার মনোনিত হিন্দি ছবি 'লাগন' এর ঘটনা, ক্রিকেটকেই ঘিরে। উপনিবেশিক ভারতে কোন এক অজপাড়াগায়ের দামাল ছেলেদের ক্রিকেট দলের কাছে বিলেতি শাসকগোষ্ঠি হেরে যায়। সেদিন বিলেতিদের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতা। ইচ্ছে করলেই নিয়মের হের-ফের করে বাতিল করে দিতে পারতো দামাল ছেলেদের শ্রেষ্ট খেলোয়ারকে। অগণতান্ত্রিক উপায়ে কেড়ে নিতে পারতো বিজয়। কিন্তু বিলেতিরা তা করেনি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তারা পরাজয় স্বীকার করেছে বটে, তবে সৃষ্টি করেছে এক বিরল দৃষ্টান্ত। অতীতে দেখেছি, বাংলাদেশে সামরিক-প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারে নিয়ম ভাঙ্গার পরিনতি সুখকর হয়নি। লাভও নেই তাতে। যেটুকু লাভ, তা ব্যক্তি বিশেষের এবং তা ক্ষণস্থায়ী। আর যা ক্ষতি, তা রাজনীতি ও রাষ্ট্রের এবং তা দীর্ঘস্থায়ী।

গত একুশ মাসের বাংলাদেশের 'বিগ পিক্চার' দেখুন। প্রথমে চলে বিয়োগের তাড়া। এখন চলেছে যোগের পালা। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধী-নিরপরাধী যেন কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। উভয় পক্ষকেই মাপা হচ্ছে একই

পাল্লায়। যে ম্যাডাম শত দূর্নীতির কর্ণধার, তারও মুক্তি হচ্ছে। তবে কি গত একুশ মাসের যোগ-বিয়োগের ফলাফল শূন্য?

ক্রিকেট অসংখ্য নিয়মে বাঁধা। তারপরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় প্রতিটি বলের গতিপথ, কিংবা প্রতিটি ব্যাটে-বলের নিখুঁত ছোঁয়া। তাই কখনো batsman, আবার কখনো বা bowler পেয়ে যায় umpire'এর benefit of doubt। আর রাজনীতির umpire? সে তো জনতা। দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এনে জনতাও দিয়েছিল ১১ জানুয়ারীর পরিবর্তনকে benefit of doubt। ভেবেছিল - বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সরকার স্মরণীয় হয়ে থাকবে 'মিসিং লিংক' হিসেবে। গত ৫ বছরের বি এন পি-জামাত সরকারের দূর্নীতিপূর্ণ, দূর্বস্থা ও দূস্বপ্নের বাংলাদেশ এবং সুষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারার আগামীদিনের সম্ভবনাময় বাংলাদেশের মাঝের 'মিসিং লিংক'। তা বুঝি আর হলো না! এখন সবই business as usual।

পাকিস্তানে কি ঘটে গেল যোগ-বিয়োগের রাজনীতিতে? জেনারেল মোশার্রফ যাদের রাজনীতি থেকে 'বিয়োগ' করলেন, দশ বছর পর নিজেই আবার তাদের 'যোগ' করলেন। মজার ব্যাপার - বিয়োগ করেছেন ক্ষমতার জন্য, যোগও করেছেন ক্ষমতা রক্ষার জন্য। তবুও শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয়নি জেনারেল মোশার্রফের। মাঝে শুধুই ব্যহত হলো রাজনীতি এবং পাকিস্তানের অর্থনীতি। ১৯৭৫'এর পর সামরিক শাসন স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তি এবং গণহত্যাকারীদের পূণর্বাসন এবং সেই সাথে স্বাধীনতার মূল্যবোধের ধ্বংসের মাঝে চালু করে 'রাজনৈতিক দূর্নীতি'। দ্বিতীয় সামরিক শাসক 'রাজনৈতিক দূর্নীতি' অব্যাহত রেখে চালু করে 'অর্থনৈতিক' এবং 'সামাজিক দূর্নীতি'। তাতে শুধুই ব্যহত হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতি। বর্তমান সামরিক সমর্থিত সরকার পাকিস্তানের যোগ-বিয়োগের রাজনীতি থেকে শিক্ষা নেবে নিশ্চয়ই!

ক্রিকেটই একমাত্র খেলা যেখানে মাটির রস, আকাশের রং, বাতাসের আদ্রতা ও বেগ, এবং বাতাসের গতিপথ দারুনভাবে প্রভাবিত করে খেলার ফলাফল। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই। মাটি ও মানুষ, জলবায়ূ ও পারিপার্শকতা প্রভাবিত করে জনমত ও রাজনীতি, সৃষ্টি করে নতুন নেতৃত্ব। বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতি মাটি ও মানুষ, এবং তাদের পারিপার্শিকতা দ্বারাই নির্ধারিত হোক।